নতুন ধারার দৈনিক
আমাদের সময়

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

'মুক্তিযুদ্ধ কর্নার' করতে কত বছর লাগবে

প্রকাশ | ১৮ নভেম্বর ২০১৮, ০০:০০ | আপডেট: ১৮ নভেম্বর ২০১৮, ০২:০৩

জাকির হোসেন তমাল

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ঢাকাসহ সারাদেশে একযোগে গণহত্যা চালায় পাকিস্তানি সেনারা। ওই রাতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনের গেটে প্রহরীর দায়িত্বে ছিলেন নৈশপ্রহরী আবদুর রাজ্জাক। প্রশাসনিক ভবনের কলাপসিবল গেটের সামনে দায়িত্বে ছিলেন তিনি। রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দল প্রশাসন ভবনের সামনে এসে আবদুর রাজ্জাককে গেট খুলতে বলেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, 'হাবিব ব্যাংকের টাকা ও মূল্যবান কাগজপত্র লুট করা' (এপ্রিলের মাঝামাঝিতে অবশ্য সেই ব্যাংক লুট করে পাকিস্তানি সেনারা)।

আবদুর রাজ্জাক সেনাবাহিনীর অস্ত্রের মুখেও গেট খুলতে রাজি হননি। নিজের জীবনের চেয়ে দায়িত্বকে বড় করে দেখেছেন। তার মাশুলও দিতে হয় তাকে। পাকিস্তানি সেনারা আবদুর রাজ্জাককে নির্যাতনের পর গুলি করে হত্যা করে। একাত্তরে তিনিই হলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শহীদ (যখন ক্রীতদাস : স্মৃতি '৭১, নাজিম মাহমুদ)।

আবদুর রাজ্জাকের মতো আরও অনেক সাহসীকে নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাত্তরের ইতিহাস তৈরি হয়েছে। স্বাধীনতাযুদ্ধে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকেই অংশ নিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের নেতারাও ভারতে গিয়ে ট্রেনিং শেষে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ভারতে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং ক্যাম্পে রান্নার কাজও করেছেন (এই দেশে একদিন যুদ্ধ হয়েছিল, মহিউদ্দিন আহমদ, পৃষ্ঠা : ৯৩-৯৪)। একাত্তরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯ জন শহীদ হন। তাদের মধ্যে তিনজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, নয়জন শিক্ষার্থী, পাঁচজন সহায়ক কর্মচারী ও ১১ জন সাধারণ কর্মচারী। তাদের নাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গেট দিয়ে প্রবেশপথে একটি বোর্ডে লেখা রয়েছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ গোটা দেশের মানুষের নানা ধরনের ত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীনতা এসেছে। কিন্তু স্বাধীন দেশে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে এখন পর্যন্ত কোনো কর্নার তৈরি হয়নি, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও গবেষকরা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানবেন। এমনকি গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোথাও মুক্তিযুদ্ধচর্চার জন্য আলাদা কিছু তৈরি হয়নি।

অথচ, ১৯৯৮ সালের দিকেও যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমসহ পাকিস্তানপন্থি অনেকের বই এক সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে পাওয়া যেত একটি নির্দিষ্ট সেলফে। যদিও হওয়ার কথা ছিল ঠিক উল্টোটা। কিন্তু তখন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কোনো বই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে ওভাবে নিদিষ্ট স্থানে পাওয়া যেত না। তখনকার উপাচার্য আবদুল খালেক অবশ্য সেই চিত্র বদলানোর একটি উদ্যোগ নিয়েছিলেন। শিক্ষকদের দাবির মুখে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের একটি নির্দিষ্ট স্থানে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক বইপত্র রাখার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের একজন শিক্ষককে তিনি দায়িত্বও দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই কার্যক্রম আজও শেষ হয়নি।

স্বাধীতার চার দশকের বেশি সময় কেটে গেছে। দেশ স্বাধীনের পর মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি অনেকবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করেছে। ১০ বছর ধরে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্বে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসচর্চার জন্য 'মুক্তিযুদ্ধ কর্নার' আজও গড়ে ওঠেনি। ১০ বছর ধরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্বে থাকা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক ভবন তৈরি হয়েছে, রাস্তাঘাটের উন্নতি হয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-

শিক্ষার্থী ও গবেষকদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানানোর জন্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার বা কোথাও কোনো চর্চাকেন্দ্র গড়ে ওঠেনি।

গত প্রশাসনের সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ম্যাগাজিন শাখার পাশে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসচর্চার জন্য একটি কর্নার চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেই কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু কোনো এক অজানা কারণে তা এখন বন্ধ রয়েছে। তা চালুর বিষয়ে কোনো উদ্যোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন নিয়েছে কিনা, তা জানা যায়নি। এই কর্নারটি চালু করতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের আরও কতটি প্রশাসন ক্ষমতায় আসা লাগবে, তা কেউ জানে না।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে দেশে-বিদেশে অনেক বই বের হয়েছে। বিশেষ করে ভারত, পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও রাশিয়াসহ বিভিন্ন দেশ থেকে প্রকাশিত বইপত্রগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পক্ষে সংগ্রহ করা অনেক কঠিন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন চাইলেই সেই বইগুলো সংরক্ষণ করতে পারে, একটি নির্দিষ্ট স্থানে রাখতে পারে। একই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে দেশে প্রকাশিত বইপত্র ও গবেষণাগ্রন্থ-জার্নাল, অডিও-ভিডিও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মুক্তিযুদ্ধ কর্নার'-এ রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আলাদাভাবে চর্চার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এটা না করতে পারলে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তরুণ প্রজন্ম খুব একটা জানতে পারবে না। মুক্তিযুদ্ধের চর্চার প্রসার না ঘটিয়ে শুধু মুখে 'মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে শক্তি' নাম ধারণ করে বুলি আওড়ালে জাতির কোনো উপকার হবে না।

জাকির হোসেন তমাল : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র ও সাংবাদিক

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মোহাম্মদ গোলাম সারওয়ার